# 140945 - এক তালবিে ইল্ম নারীদরেকে ইল্ম শক্ষিা দতিে গয়িে নজিে তাদরে একজনরে সাথে বশিষে সম্পর্কে জড়য়িে পড়ছেনে

প্রশ্ন

আমাদরে দশেে একজন তালবিে ইল্ম আছ। তাঁর ইল্ম ভাল। তনিি আমাদরেকে ইলম অর্জন, তাকওয়া, সুন্নাহর অনুসরণ ও আলমেদরে সাথে আদব মনেে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করনে। আমরা তাঁকে হকপন্থী সালাফী হসিবেে জানি। তনিি আমাদরেকে দ্বীনরে খুঁটনিাটি যা কছিু শক্ষিা দনে আমরা তাঁকে অনুসরণ করে চলি। কুরআনে কারীম ও রাসূল (সাঃ) এর হাদসি শক্ষিাদানরে জন্য তনিি সনদপ্রাপ্ত। যদওিবা আমরা উনার তাকলীদ করি, কন্িতু তনিি আমাদরেকে তাকলীদ না-করার প্রতি উৎসাহতি করনে। তনিি ফতোয়ার ক্ষত্রেে অথবা নারী হসিবেে আমাদরে সাথে আচার আচরণরে ক্ষত্রেে আল্লাহ্কে ভয় করনে বলে আমি মনে করি। আমি তার জ্ঞান প্রচাররে ক্ষত্রেে কছিু ভূমকিা রখেে থাকি। কন্িতু দুঃখরে বষিয় হলো একজন মহলিা আমাকে অবহতি করছেনে (আমার কাছে তাকে সত্যবাদী মনে হয়) য, এই নারীর সাথে তার অবধৈ সম্পর্ক আছ। সটো সম্পূর্ণ গোপন। আমি আবারও বলছি সম্পূর্ণ গোপন। মহলিাটি জানাচ্ছনে য, তনিি এ সম্পর্ককে বয়িরে মাধ্যমে শরয়িতসম্মত রূপ দয়োর চষ্টো করছনে। কন্িতু নজিস্ব কছিু পরস্থিতিরি কারণে তনিি সটো পারছনে না। পরতিাপরে বষিয় হলো- তা সত্ত্বওে তনিি এ মহলিার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করনেনি। তনিি বলছনে য, তনিি পরবিশে তরৈী করার চষ্টো করছনে। এমতাবস্থায়, আমরা কি তার কাছ থকেে ইলমে অর্জনে বরিত থাকব? তার দরসে বসা থকেে বরিত থাকব? শয়তান আমাকে ধাঁধায় ফলেে দচ্ছি, আমাকে বলছ- এই আলমে যা বলে তনিি নজিে সে অনুযায়ী আমল করনে না। তার প্রতটিি কথার মধ্যে শয়তান আমাকে সন্দহেে ফলেে দচ্ছি। নাকি আমরা বলব- মানুষ মাত্রই গুনাহগার। হতে পারে এই গুনার কাছে তনিি হরেে গছেনে। আমাদরে সাথে আচার ব্যবহারে তনিি আল্লাহ্কে ভয় করনে এটাই তো আমরা জানি। আর এ বষিয়টি একবোরে একটা গোপন বষিয়। গুটকিতক মানুষ ছাড়া এ বষিয়টি কউে জানে না। আমি য, এ বষিয়টি জানি তনিি তা জাননে না। নবী ছাড়া তো নষ্পিাপ কউে নইে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জবাব:

আলহামদুলল্লিাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

এ কথা সত্য য, সকল গুনাহ থকেে মুক্ত এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না। প্রত্যকে মানুষরে গুনাহ রয়ছে। য গুণার

বষিয়টা শুধু সে ব্যক্তি জানে এবং তার রবব জানে। এটাই বনী আদমরে প্রকৃত অবস্থা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে তনিি বলনে, রাসূল (সাঃ) বলছেনে, যে সত্ত্বার হাতে রয়ছেে আমার প্রাণ যদি তোমেরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদরে বদলে এমন এক কওমকে নয়িে আসতনে যারা গুনাহ করত, আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, তখন আল্লাহ তাদরেকে ক্ষমা করে দতিনে। [সহীহ মুসলমি, ২৭৪৯]

কন্িতু এটাও সত্য যে, আল্লাহর বান্দাদরে অবস্থা নারীদরেকে দ্বীন শক্ষিাদানে নয়িোজতি এই তালবেে ইলমরে মত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদরে সম্পর্কে বলনেঃ "আর যদি শয়তানরে প্ররোচনা তোমোকে প্ররোচতি করে তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তনিি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। যাদরে মনে আল্লাহর ভয় রয়ছেে তাদরে উপর শয়তানরে আগমন হওয়ার সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদরে ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানরে ভাই তাদরেকে শয়তান ক্রমাগত ভ্রষ্টতার দকিে নয়িে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না"। [সূরা আরাফ, ২০০-২০২] শাইখ ইবনে সাদী (রহঃ) বলনে, আল্লাহর কোন বান্দা গাফলতরি দশা থকেে মুক্ত নয়। আর শয়তান বান্দার গাফলতরি সুযোগ নয়োর জন্য সীমান্ত প্রহরীর মত ওৎ পতেে বসে আছে। যখনই সে সুযোগ পায় আল্লাহর বান্দার উপর চড়াও হয়। তাই এখানে আল্লাহ তাআলা পথচ্যুত মুত্তাকীদরে আলামত উলখে করছেনে। যখন কোন মুত্তাকী বান্দার গুনাহর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তনিি শয়তানরে প্ররোচনায় কোন হারাম কাজ করে ফলেে অথবা কোন ওয়াজবি পরত্যিাগ করে ফলেনে সাথে সাথে তনিি পর্যালোচনা করে বরে করনে কোন পথ দয়িে শয়তান তাকে প্ররোচতি করছে, তাঁর উপর আল্লাহ যা ফরজ করছেনে তা তনিি স্মরণ করনে এবং ঈমানরে অপরহিার্য দাবী কি তা তনিি মনে করনে। তখনই তাঁর ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তনিি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। তওবায়ে নাসুহ এর মাধ্যমে গুনার ক্ষতি পুষয়িে নেন। এবং অধকি পরমিাণে নকেরে কাজ করনে। এভাবে চরমভাবে নরিাশ করে শয়তানকে প্রতহিত করনে। শয়তান যতটুকু ক্ষতি করতে পরেছেে তনিি এর চয়েে বশেী পুষয়িে নেন। পক্ষান্তরে শয়তানরে ভাইয়রো, শয়তানরে বন্ধুরা যখন কোন গুনাতে লপ্তি হয় তখন তারা একরে পর এক গুনাতে লপ্তি হতে থাকে, গুনাহ থকেে তারা নরিস্ত হয় না। শয়তান যখন দখেতে পায় তারা গুনার প্রতি আসক্ত, মন্দ কাজে তাদরে উৎসাহরে কমতি নইে তখন শয়তান তাদরে পছিু ছাড়ে না। [তাফসীরে সাদী, পৃঃ ৩১৩]

এই তালবেে ইলমে কোন শ্রণেীর অন্তর্ভুক্ত!! মুত্তাকীদরে দ্বারা কোন গুনাহ ঘটলে তারা যা করে সকেি তা করছে!! তার উচতি ছলি নজিকেে শুধরে নয়ো, তার ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হওয়া, নজিরে অপরাধরে ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। সে তো মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শক্ষিাদানে নয়িোজতি। মানুষ নরিাপদ ভবেে তাদরে ময়েদেরেকে তার কাছে জ্ঞান শখিতে দয়িছেে এবং নারীরাও তার নকিট থকেে জ্ঞান শখিাকে নরিাপদ মনে করছে। এরপর সে এ ধরনরে জঘন্য কাজে লপ্তি হয়ছে। রাখালরে দায়ত্বি নকেড়রে হাত থকেে পশুপালকে রক্ষা করা। কন্িতু রাখাল নজিইে যদি নকেড়রে চরত্রিে আবর্ভিূত হয় তাহলে কি ঘটব!! তার উচতি ছলি নজিরে দুর্বলতার রাস্তা চহ্নিতি করে ফতিনার গলপিথ চহ্নিতি করে সটো বন্ধ করে দয়ো। শয়তানরে রাস্তা বন্ধ করে দয়ো। তার উচতি ছলি পুরুষদরে মাঝে দাওয়াতী কাজ করা। পুরুষদরেকে দ্বীন শক্ষিাদানে রত হওয়া এবং নারীদরেকে শক্ষিাদানরে দায়ত্বি অন্যদরে জন্য ছড়েে দয়ো। কন্িতু সে তা না করে ফতিনার পথে এগয়িে

গছে। অবধৈ সম্পর্ক ও অবধৈ যোগাযোগ অটুট রখেছে- এগুলো সব গুনার কাজ। তার উচতি ছলি এগুলো পরহিার করা এবং এর মূল ফটক বন্ধ করে দয়ো। অর্থাৎ নারীদরেকে শক্ষিাদান ও নারীদরে সাথে যোগাযোগরে রাস্তাটাই বন্ধ করে দয়ো- যহেতেু সে নারীর প্রতি দুর্বল। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) হতে বর্ণতি আছ, তনিি নবী (সাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, "আমার পরবর্তীতে পুরুষরে জন্য নারীর ফতিনার চয়েে কঠনি কোন ফতিনা আমি রখেে যায়নি"।[সহীহ বোখারী (৪৮০৮) ও সহীহ মুসলমি (৬৮৮১)]

এই তালবেে ইলমরে উচতি ছলি ফতিনার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। কোন রাস্তা দয়িে সে ফতিনাগ্রস্ত হচ্ছে তা চহ্নিতি করে সটো বন্ধ করে দয়ো। কন্িতু এই পথে চলতে থাকাটা তাকে আত্মপ্রবঞ্চতি করছে। তার দ্বীনদারকিে হুমকরি সম্মুখীন করছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলছেনে: যখন মুহাজরিগণ মদনিাতে আগমন করলনে তখন অববিাহতি সাহাবীগণরে জন্য আলাদা গৃহরে ব্যবস্থা ছলি। ববিাহতি সাহাবীগণরে বাসায় তারা থাকতনে না। এটি এজন্য অববিাহতি সাহাবীগণ ববিাহতি সাহাবীগণরে সাথে একত্রে বসবাস করলে এতে ফতিনার আশংকা রয়ছে। আগুন ও কাঠকে একত্রে রাখা যমেন পুরুষ ও নারীর একত্রতি হওয়াও তমেন।[ইস্তকিামা, পৃঃ ১/৩৬১]

তার এ অবধৈ সম্পর্ক সম্পূর্ণ গোপনে বলে আপনি উলখে করছেনে। অবধৈ সম্পর্ক তো গোপনে রাখা ছাড়া কোন গত্যন্তর নইে। নাকি আপনি চান য, সে তার প্রমেকিাকে নয়িে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফরিা করব। আপনি এই হাদসিটি শুনুন, আমাদরে আশংকা হচ্ছ- না জানি সে এ হাদীসরে হুমকরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছ। সাওবান (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে তনিি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: আমি জানি কয়িামতরে দনি আমার উম্মতরে মধ্যে একদল তহিামা পাহাড়রে মত শুভ্র নকে আমল নয়িে হাজরি হব। কন্িতু আল্লাহ তাদরে সসেব নকে আমলকে লাপাত্তা করে দবিনে। সাওবান বললনেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আমাদরেকে তাদরে পরচিয় জানয়িে দনি; যনে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদরে অন্তর্ভুক্ত না হই। তনিি বললনেঃ তারা তোমাদরেই ভাই, তোমাদরেই বংশধর। তারা তোমাদরে মত তাহাজ্জুদগুজার। কন্িতু তারা নর্িজনে নভি্তে আল্লাহর নাফরমানীতে লপি্ত হয়।[ইবনে মাজাহ, হাদসি নং ৪২৪৫, আলবানী হাদসিটকিে সহীহ বলছেনে]

আমরা সন্দহোতীতভাবে বলতে চাই- আপনার জন্য উপদশে হলো যহেতেু আপনি এই অঘটনরে কথা জনেছেনে সুতরাং তার শক্ষিাগ্রহণ থকেে বরিত থাকুন। আপনি তার ক্লাসরে বদলে নর্িভরযোগ্য আলমেদরে নকিট থকেে ইলম অর্জন করতে পারনে। এমনকি সটো ওয়বে সাইটরে মাধ্যমওে হতে পার, ক্যাসটেরে মাধ্যমওে হতে পার, বইয়রে মাধ্যমওে হতে পার। আলহামদুলল্লিাহ; ইলম অর্জনরে মাধ্যম প্রচুর। বরঞ্চ আপনার উচতি হবে আপনার বান্ধবীকে নসীহত করা সে যনে এই শক্ষিকরে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করে এবং আল্লাহর কাছে তওবা কর। পরবর্তীতে সে শক্ষিক যদি তাকে শরয়িত মোতাবকে বয়িে করতে চায় তাহলে প্রকাশ্যে সে যনে প্রস্তাব দয়ে। যভোবে দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত লোকরো প্রস্তাব দয়িে থাক। সে যনে বদ্বেীন লোকদরে মত ডুবে ডুবে পানি না খায়। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় নারীদরেকে শক্ষিাদান থকেে বরিত থাকার

ব্যাপারে সে শিক্ষককে কোন বার্তা পৌঁছানো যেমন এমন কোন ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে যে, তার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে যাতে সে এমন কাজ থেকে বিরত হয় এবং তার পাপের ভয়াবহতার ব্যাপারে সাবধান হয় তাহলে সেটা করাটা ভাল। কিন্তু এতে যেন খবরের ছড়াছড়ি না ঘটে এবং মানুষের কানাঘুষার ব্যাপার না ঘটে। কেননা কোন মুমিনের দোষ গোপন রাখা শরয়ী দায়িত্ব। বিশেষতঃ এ ধরনের খবর প্রচারের কুফল অনেক বেশী এবং দ্বীনদার লোকদের দুর্নামের কারণ।